তারিখ ... 21 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ২ ......

কালের কণ্ঠ

গড়ে উঠছে না সাংস্কৃতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

আজিজুল পারভেজ ▷

দেশে সাংস্কৃতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে না। বেসরকারি উদ্যোগে কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারছে না। সাংস্কৃতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য নেই কোনো সরকারি প্রণোদনা। বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির মতো সাংস্কৃতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকেও এমপিওভুক্তির মাধ্যমে প্রণোদনা দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন অভিজ্ঞরা।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতে, ১৬ কোটি মানুষের দেশে যে পরিমাণ সাংস্কৃতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকা উচিত তার তুলনায় যা আছে তা খুবই নগণ্য। যেটুকু আছে তাও আবার রাজধানীকেন্দ্রিক। সারা দেশের নবীন প্রজন্ম ও তরুণ সমাজকে সংস্কৃতির আলোয় আলোকিত করার কোনো উদ্যোগ নেই। এ কারণে মৌলবাদী ও জঙ্গিবাদী তৎপরতা ক্রমেই বাড়ছে। বাড়ছে মাদকের প্রতি আসক্তি।

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় দেশের সাংস্কৃতিক সংগঠন ও পাঠাগারকে প্রতিবছর অনুদান দিয়ে থাকে। গত বছর একটি সংগঠন সর্বোচ্চ ৫২ হাজার টাকা অনুদান পেয়েছে। কোনো কোনো সাংস্কৃতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এই খাত থেকে অনুদান পেয়ে থাকে। কিন্তু সাংস্কৃতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য আলাদা কোনো বরাদ্দ নেই।

দেশে সাংস্কৃতিক শিক্ষার সুযোগ খুবই সীমিত। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংগীত, নৃত্য, অভিনয়, চলচ্চিত্র, চিত্রকলা, ফটোগ্রাফি, আবৃত্তি প্রভৃতি সাংস্কৃতিক শিক্ষার জন্য উন্নতমানের তেমন কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। সরকারিভাবে শিল্পকলা একাডেমির মাধ্যমে কয়েকটি বিষয়ে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু শিল্পকলা একাডেমির কার্যক্রম জেলা পর্যায়েই সীমাবদ্ধ। এ কারণে সীমিত পর্যায়ের সুযোগ থেকেও সারা দেশের উপজেলা পর্যায়ে আগ্রহীরা সাংস্কৃতিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। স্বাধীনতার আগে ষাটের দশকে সাংস্কৃতিক শিক্ষার সুযোগ তৈরির জন্য গড়ে উঠেছিল ছায়ানট ও বুলবুল ললিতকলা একাডেমি। কিন্তু এই দুটি প্রতিষ্ঠানই রাজধানীকেন্দ্রিক। সংগীত শিক্ষার জন্য দেশে আছে একটি মাত্র সরকারি কলেজ। সরকারি উদ্যোগে চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট নামে একটি নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কাজ চলছে। এর বাইরে হাতে গোনা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যকলা, সংগীত ও চলচ্চিত্র বিষয়ে অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে।

চিত্রাঙ্কন বিষয়টি প্রাথমিক পর্যায় থেকে জাতীয় পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ কারণে এখন বাণিজ্যিকভাবে বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠছে চিত্রাঙ্কন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। গান ও যন্ত্রসংগীত শেখানোর জন্যও কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিকভাবে গড়ে উঠেছে। কিন্তু এগুলোর জন্য উচ্চমূল্য গুনতে হয়। যে কারণে ইচ্ছাসত্ত্বেও সবাই সে সুযোগ নিতে পারছে না। তা ছাড়া এগুলোর মান নিয়েও আছে প্রশ্ন। এগুলোর জন্য অনুসরণীয় কোনো নীতিমালা নেই।

- সরকারি প্রণোদনা নেই
- উপজেলা পর্যায়ে নেই কোনো প্রতিষ্ঠান
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতো এমপিওভুক্তি ও নীতিমালার দাবি
- সংস্কৃতির আলো না ছড়ানোতে মাদক ও জঙ্গিবাদের বিস্তৃতি ঘটছে

দেশের সাংস্কৃতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে একটি অনুসরণীয় নীতিমালা তৈরির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন সাংস্কৃতিক চর্চাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতো স্বীকৃতি ও পাঠদানের অনুমতি নেওয়ারও ব্যবস্থা থাকা উচিত। এ জন্য শিল্পকলা একাডেমির অধীনে একটি উইং স্থাপন করা যেতে পারে। যার উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ আছে কি না, পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা আছে কি না তা দেখভাল করবে। প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা অনুসারে শিক্ষার্থীদের ফিও নির্ধারণ করে দেবে।

সারা দেশে সাংস্কৃতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও বিস্তৃতির লক্ষ্যে সরকার থেকে বিশেষ প্রণোদনা প্রদানেরও দাবি জানান বিশেষজ্ঞরা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে বলেন, জঙ্গিবাদের কারখানা হিসেবে পরিচিত প্রতিষ্ঠানগুলোতেও সরকার অনুদান দিতে কার্পণ্য করছে না। অথচ সাংস্কৃতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য কোনো বিনিয়োগ নেই। তিনি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতো সাংস্কৃতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকেও এমপিওভুক্তির মাধ্যমে অর্থ সহায়তা প্রদানের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক জিডিপির উন্নতির পাশাপাশি সাংস্কৃতিক জিডিপিও যদি না বাড়ে তা হলে এ দেশ আরেকটি সৌদি আরব হবে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রগতিশীল বাংলাদেশ হবে না।

বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার কালের কণ্ঠকে বলেন, দুঃখ লাগে নানা দিকে দেশের উন্নতি হচ্ছে, কিন্তু সাংস্কৃতিক খাতে কোনো নজর দেওয়া হচ্ছে না। এক দিকে দেশে সাংস্কৃতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তেমন গড়ে উঠছে না, অন্যদিকে যেগুলো আছে সেগুলোও অস্তিত্ব সংকটে রয়েছে।

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুছ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'উপজেলা পর্যায়ে সরকারি কর্মকাণ্ড দেখভালের জন্য ২৫-৩০টি দপ্তর ও কর্মকর্তা-কর্মচারী আছে। কিন্তু সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্য একজন পিয়নও নেই। অথচ আমরা জঙ্গিবাদী তৎপরতা ও মাদকের বিস্তার নিয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করি।'

দেশে সাংস্কৃতিক শিক্ষার সুযোগ সীমিত থাকার বিষয়টি স্বীকার করেন শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। এ জন্য তিনি সাংস্কৃতিক খাতে বাজেট বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি জানান, উপজেলা পর্যায়ে সাংস্কৃতিক চর্চার সুযোগ তৈরির জন্য শিল্পকলা একাডেমির শাখা খোলা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ১২টি উপজেলায় সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স গড়ে তোলা হচ্ছে। শিল্পকলা একাডেমির শাখাগুলোয় প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়ে প্রশিক্ষক নিয়োগ দিতে পারলে সারা দেশেই সাংস্কৃতিক চর্চার সুযোগ তৈরি হবে।